প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র
ঋণ নীতিমালা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বাস্তবায়নকারী বিভাগ : ঋণ প্রশাসন বিভাগ
বিসিক, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র ঋণ নীতিমালা

১ম অধ্যায়

(ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট, বিবরণ, উদ্দেশ্য , তহবিল গঠন ও ঋণের শর্তাবলী)

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট	০১
০১.	শিরোনাম	০২
০২.	ঋণ কর্মসূচির যৌক্তিকতা	০২
০৩.	ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য	০২
০৪.	ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য	০২
০৫.	লক্ষ্য জনগোষ্ঠী ও কার্য এলাকা	০২
০৬.	ঋণ তহবিলের উৎস ও গঠন	০৩
০৭.	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	০৩
০৮.	ঋণের সাধারন শর্তাবলী	০৪

২য় অধ্যায়

(মূল্যায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, মেয়াদ ও সুদের হার)

০৯.	ঋণ আবেদন পত্র সরবরাহ ও গ্রহণ	০৪
১০.	ঋণ মূল্যায়ন কমিটি গঠন	০৪
১১.	ঋণ মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি	০৪-০৫
১২.	ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা	০৫
১৩.	ঋণের জামানত	০৫
১৪.	ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ পদ্ধতি	০৫
১৫.	ঋণের মেয়াদ	০৬
১৬.	ঋণের সুদের হার	০৬
১৭.	গ্রুপভিত্তিক ঋণের মঞ্জুরি, বিতরণ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া	০৬
১৮.	এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ আদায় সহযোগিতা	০৬
১৯.	ঋণ তহবিল পরিচালন	০৬-০৭

ঋণ পরিচালন নীতিমালা

৩য় অধ্যায়

(ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণের নিরাপত্তা বিধান ও ব্যবস্থাপনা)

২০.	ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি (প্রকল্পের সাধারণ দিক, কারিগরী দিক, আর্থিক দিক,ব্যবহারিক উপযোগিতা, বিপণন দিক, অর্থনৈতিক দিক, ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত জামানত)	০৮-০৯
২১.	ঋণের জামানত ব্যবস্থাপনা	১০-১১
২২.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে সম্ভাব্য শিল্পখাতসমূহ	১২
২৩.	সম্ভাবনাময় শিল্পের তালিকা	১৩-১৪
২৪.	উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও ঋণের আবেদন ফরম এবং ডকুমেন্টেশন দলিলাদির তালিকা	১৫
২৫.	ঋণ আবেদনপত্রের সাথে দাখিলযোগ্য সত্যায়িত কাগজপত্রের তালিকা (চেক লিস্ট)	১৬

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র ঋণ নীতিমালার সার সংক্ষেপ

১ম অধ্যায়

(ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট, বিবরণ, উদ্দেশ্য, তহবিল গঠন ও ঋণের শর্তাবলী)

কুটির, ক্ষুদ্র, মাইক্রো এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিক ১৯৫৭ সাল থেকেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান কর্মকাণ্ডর পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতির কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ঋণ পরিশোধ, জনবলের বেতন-ভাতাদি এবং অন্যান্য দায়-দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বল্প সুদে (৪%) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ বিসিকের যেসকল উদ্যোক্তা ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা এবং নতুন আগ্রহী সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছেনা, সেসকল ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদান তথা ঋণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ ব্যবসায় টিকে থাকতে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকের অনুকূলে ৬০০.০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল বরাদ্দের জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

সে প্রেক্ষিতে সরকার হতে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিসিকের অনুকূলে ১০০.০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে বিশেষ অনুদান বাবদ প্রাথমিকভাবে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা সরকার হতে পাওয়া গেছে।

বিশেষ অনুদান বাবদ প্রাপ্ত ৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-২, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, তারিখ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ নিম্নরূপ শর্তাবলী অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে :

০১) করোনা মহামারি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রাহক পর্যায়ে বর্ণিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদানকৃত ঋণ/বিনিয়োগে অর্থ প্রাপ্তির সুবিধার্থে একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;

০২) গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার হবে ৪% এবং ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮টি মাসিক সমান কিস্তিতে পরিশোধিত হবে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে ২ (দুই) বছর;

০৩) পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে প্রান্তিক গ্রাহক পর্যায়ে বর্ণিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদানকৃত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

০৪) সুদে-আসলে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ একটি পৃথক Revolving Fund গঠনপূর্বক জমা রাখতে হবে;

০৫) প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ হতে কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কত টাকা প্রদান করা হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যয় বিবরণীর Soft copy অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং

০৬) এ অর্থ ব্যয়ে সরকারের যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান ও অনুশাসনাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, আর্থিক প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় বরাদ্দকৃত ১০০.০০ কোটি টাকা ঋণ তহবিলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে বিতরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ৫০.০০ কোটি টাকা বিতরণ করতে ব্যর্থ হলে অবশিষ্ট ৫০.০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে না ও ভবিষ্যতে এ জাতীয় অনুদান প্রাপ্তি দুরুহ হবে।

ভবিষ্যতে সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদান বাবদ টাকা কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া আদায়কৃত ঋণ আবর্তক তহবিল হিসেবে পুনঃ বিনিয়োগের মাধ্যমে ঋণ তহবিল সম্প্রসারিত হবে। এ ঋণ নীতিমালাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে ঋণ

কর্মসূচি পরিচালিত হলে একদিকে যেমন নভেল করোনা ভাইরাসজনিত (COVID-19) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে অন্যদিকে নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাগণ ঋণ সহায়তা পেয়ে সাবলম্বী হতে পারবে।

০১। **শিরোনাম :**

এ ঋণ কর্মসূচি **"প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি"** নামে অভিহিত হবে।

০২। **ঋণ কর্মসূচির যৌক্তিকতা :**

২.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-২, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি'২০২১ এর শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে;

২.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) অ্যাক্ট ১৯৫৭ এর ধারা ২৪ উপ ধারা ১ এ উল্লেখ রয়েছে যে, করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করবে এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ মনে করবে সেরূপ সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ধারা ২৪, উপ ধারা ২ এর 'ক' এ বর্ণিত আছে যে, পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করে করপোরেশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ঋণ প্রদান করবে;

২.৩ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভিত্তিতে শিল্পায়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ঋণ সহায়তা প্রদান ছাড়া শিল্পায়ন বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক রকম অসম্ভব। তাই নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তা ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন তথা আর্থিক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকার ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

০৩। **ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :**

৩.১ দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদনমুখী কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

৩.২ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশজ এবং আমদানী বিকল্প ও রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণ;

৩.৩ বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত ঋণ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাগত দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি ;

৩.৪ বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকাণ্ডর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি তথা জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিকরণ;

৩.৫ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

০৪। **ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য :**

সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যমান কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনের চাহিদা পূরণ।

০৫। **লক্ষ্য জনগোষ্ঠী ও কার্য এলাকা :**

সকল জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিসিকের জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তা ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশ এ ঋণের আওতাভুক্ত কার্য এলাকা হিসেবে গণ্য হবে।

পৃষ্ঠা নং ১৬ এর ০২

০৬। **ঋণ তহবিল গঠন ও উৎস :**

৬.১ এ ঋণ কর্মসূচির ঋণ তহবিল সরকার হতে প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা নিয়ে গঠিত হবে। ভবিষ্যতে সরকার হতে অনুদান/বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা সংগ্রহের মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচির তহবিল বর্ধিত করা হবে। এ ঋণ কর্মসূচির মূল ঋণ ও এর দ্বারা অর্জিত মুনাফা/সুদ আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে;

৬.২ ভবিষ্যতে এ ঋণ কর্মসূচির উল্লিখিত টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে বিনিয়োগ করে পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হবে;

০৭। **শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ :**

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের প্রচলিত তত্ত্বীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত/বিদ্যমান ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়ক অনুসরণ করা হবে।

৭.১ উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে;

৭.২ উদ্যোক্তার বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে [বাস্তুভিটাহীন, ভাসমান, দেউলিয়া, মাদকাসক্ত, উন্মাদ ও জড় বুদ্ধি সম্পন্ন নন এমন ব্যক্তি];

৭.৩ ঋণ ব্যবহারের যোগ্যতা সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে;

৭.৪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারী, অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রয়োজনীয় ইকুইটি মূলধনের অধিকারী, দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, ঋণ পরিশোধে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, কারিগরী ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

৭.৫ সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিসিক জেলা কার্যালয়, স্কিটি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিসিক নকশা কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক ও যুব মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.৬ কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপী ঋণ গ্রাহক হলে এ ঋণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না;

৭.৭ ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে যে কোন তফশীলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে;

৭.৮ গ্রুপভিত্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণের আবেদন করতে পারবে;

৭.৯ গ্রুপ/দলের সদস্যদের একই গ্রামের/পাড়ার/এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং কাছাকাছি বয়সের হতে হবে;

৭.১০ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারী, অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রয়োজনীয় ইকুইটি মূলধনের অধিকারী, দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, ঋণ পরিশোধে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, কারিগরী ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন ৫ বা ১০ জনের সদস্য নিয়ে দল বা গ্রুপ গঠন করতে হবে। দলের সদস্যদের মধ্য থেকে নিজেরাই একজনকে সভাপতি, একজনকে সম্পাদক ও একজনকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন;

৭.১১ যে সকল উদ্যোক্তা সরকারের প্রণোদনার আওতায় ঋণ প্রাপ্ত হননি;

৭.১২ অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টার উদ্যোক্তা;

৭.১৩ নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক হতে ঋণ পাননি।

০৮। **ঋণের সাধারণ শর্তাবলী :**

৮.১ একজন ঋণ গ্রহীতাকে/উদ্যোক্তাকে স্থায়ী ও চলতি মূলধন খাতে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাবে। তবে অনধিক ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কারখানা গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন ঋণ প্রদান করা যাবে না;

৮.২ উদ্যোক্তার অন্যূন ৩০% ইকুইটি নিশ্চিত করতে হবে। উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত জমি, কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট আনুসংগিক স্থায়ী বিনিয়োগ ইকুইটি হিসেবে গণ্য হবে। উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ইকুইটির কম হলে অবশিষ্টাংশ নগদ জমা করতে হবে এবং তা ঋণ বিতরণের সময় বিনিয়োগের জন্য ফেরৎ দেয়া হবে;

৮.৩ একক অথবা অংশীদারী মালিকানা উভয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা যাবে। অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হলে অংশীদারী চুক্তিনামা রেজিস্ট্রেশন অব ফার্মস এর নিবন্ধন গ্রহন করতে হবে। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে;

৮.৪ সমুদয় ঋণ পরিশোধ হলে বি,এম,আর,ই'র ক্ষেত্রে পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে;

৮.৫ বাংলাদেশের নাগরিক ছাড়া অন্য কোন উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। তবে রপ্তানীযোগ্য বা আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম নীতির আলোকে এ দেশীয় কোন উদ্যোক্তা প্রয়োজনে বিদেশী কোন অংশীদার নিতে পারবেন;

৮.৬ ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে যথাযথ শর্তে ঋণের বিপরীতে করপোরেশনের নিকট যে সকল স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, শর্তাধীন বন্ধক রাখা হবে সে সকল সম্পত্তি ঋণ গ্রহীতা নিজ খরচে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ করবে;

৮.৭ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিসিকের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পটি অবশ্যই শিল্প নিবন্ধন গ্রহণ করবে;

৮.৮ উৎপাদনশীল ও সেবা খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণ করা হবে;

৮.৯ মোট ঋণের ১০% নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। যদি যোগ্যতা সম্পন্ন নারী উদ্যোক্তা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা যাবে;

৮.১০ শিল্পনীতি'২০১৬ এর শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৮.১১ ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

০৯। ঋণ আবেদন পত্র সরবরাহ ও গ্রহণ :

৯.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন আগ্রহী সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাকে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ঋণের জন্য বিসিকের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে।

৯.২ বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ০২ (দুই) টি (এক সেট) আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় অথবা নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রয়োজনে আবেদনকারী/উদ্যোক্তাকে ঋণ আবেদন ফরম পূরণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৯.৩ উদ্যোক্তা ঋণের জন্য ই-মেইলে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবে।

১০। ঋণ মূল্যায়ণ কমিটি গঠন :

প্রাপ্ত ঋণ আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য নিম্মোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হইবে।

০১) বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানের অধস্তন সর্বজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা - আহবায়ক
০২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/এসিসি - সদস্য
০৩) প্রমোশন/সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সহঃ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কারিগরী কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কোন জেলায় কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকলে আঞ্চলিক পরিচালকের পূর্ব অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/পার্শ্ববর্তী বিসিক জেলা কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১১। ঋণ মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি :

১১.১ ঋণের আবেদন মূল্যায়ন-

ঋণের আবেদন মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

ঋণের আবেদন সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে তদন্ত করে মূল্যায়ন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীর প্রকৃত ঋণের চাহিদা নিরূপণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, আবেদনকারীর ঋণ গ্রহণের এবং ব্যবহারের যোগ্যতা ও প্রকল্পের কার্যাবলী চালিয়ে যাবার ক্ষমতা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নিরুপন করা, অবকাঠামো ও উপযোগসমূহের সহজলভ্যতা, বন্ধকী সম্পত্তির নিষ্কন্টকতা যাচাইকরণ ও প্রাসংগিক সকল বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করে একজন সঠিক উদ্যোক্তা ও প্রকল্প নির্বাচন করা। সর্বোপরি কমিটি প্রকল্পের সাধারণ কারিগরী, আর্থিক ও বিপণনগত দিকসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষনপূর্বক ঋণ মঞ্জুর/নামঞ্জুরের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

১১.২ **আবেদনকারীর বিদ্যমান সম্পদের মূল্য নিরূপন পদ্ধতি :**

ক) স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে যা নগদে ক্রয় করা হয়েছে যেমন- জমি, ইমারত, ইজারায় গৃহীত মেশিনপত্র ইত্যাদি, যে মূল্যে এ সম্পদগুলো ক্রয় করা হয়েছে তা হতে জমি, ইমারত ও মেশিনপত্রের অবচয় যথাযথভাবে বাদ দিয়ে নিরূপন করা হবে। অবচয়ের হার সরকারের সর্বশেষ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রযোজ্য হবে। তবে বাজারদর অনুযায়ী যে কোন মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি যা যৌক্তিকভাবে আমলে আনার মত তা মেশিনপত্র, জমি ও ইমারতের মূল্যায়নে ধরতে হবে;

খ) ভান্ডারে রক্ষিত সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য হতে অবচয় মূল্য (DEPRICIATION VALUE) বাদ দিয়ে যে মূল্য দাঁড়াবে সেটি ধরতে হবে;

গ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বাজার মূল্য যেদিন মূল্যায়ন করা হয়েছে সেদিন হতে ধরতে হবে;

ঘ) ক্রয় ব্যতীত যে কোন আহরিত সম্পত্তির মূল্যায়ন যে দিন হতে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং সেদিন হতে আহরণকালীন মূল্য হতে অবচয় বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ব্যবসা, গোডাউন, পেটেন্ট বা কোন গোপন পদ্ধতি মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হবে না।

১২। **ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা :** মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত ঋণ প্রস্তাবগুলো (সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষন করে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য বিসিক জেলা প্রধানের নিকট উপস্থাপন করবে। মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ঋণ প্রস্তাব মঞ্জুরির জন্য উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করবেন;

১২.১ একজন ঋণ গ্রহিতাকে/উদ্যোক্তাকে স্থায়ী ও চলতি মূলধন খাতে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

১২.২ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আবেদন/প্রস্তাব বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান তাঁর পূর্ণ সন্তোষ্টি সাপেক্ষে অনুমোদন/বাতিল করতে পারবে এবং তদুর্ধ্বের ঋণ প্রস্তাব আঞ্চলিক পরিচালকের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ/মতামতসহ প্রেরণ করবে।

বিঃ দ্রঃ আঞ্চলিক পরিচালক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠণপূর্বক ঋণ প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে ঋণ মঞ্জুর/বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১৩। **ঋণের জামানত :**

১৩.১ যে কোন ঋণ বিতরণের পূর্বে আবেদনকারীর কাছ থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে স্থায়ী সম্পদ জামানত/সহজামানত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে হলফনামা ও লিখিত চুক্তিনামা এমনভাবে গ্রহণ করবে যা যেকোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বা বিচারে করপোরেশনের স্বার্থ সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করবে। লিখিত চুক্তিনামা বা হলফনামা ব্যতীত আবেদনকারীর অনুকূলে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না;

১৩.২ গ্রুপভিত্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা যাবে ।

১৪। **ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ পদ্ধতি :**

মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

১৪.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদোক্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র/ঋণ প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন কমিটি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে যাচাই-বাছাই করে ঋণ মঞ্জুর/নামঞ্জুরির জন্য সুপারিশ করবে;

১৪.২ ঋণ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ঋণ মঞ্জুরি পত্র জারির ব্যবস্থা করবে;

১৪.৩ ঋণ মঞ্জুরি পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার নিকট হতে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৪ নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ ও ছক অনুযায়ী স্ট্যাম্প ও কার্টিজ পেপারে ডিড/ডকুমেন্টেশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি সম্পাদনপূর্বক ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;

১৪.৫ বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ও অন্যান্য ডকুমেন্টসসমূহ (জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমমোক্তারনামা), ইকুইটেবল মর্টগেজ ডিড, ডি পি নোট, আন্ডারটেকিং, সহজামানতসহ প্রযোজ্য অন্যান্য এগ্রিমেন্ট) নির্ধারিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প সম্পাদন করতে হবে;

১৪.৬ মঞ্জুরিকৃত ঋণ হিসাবে প্রদেয় (A/c Payee) চেক/একাউন্ট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন/গৃহীত দরপত্র দাতাকে স্থায়ী মূলধন ঋণ বিতরণ করা হবে এবং অতঃপর ঋণ গ্রহীতাকে চলতি মূলধন ঋণ চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা

হবে।

১৫। **ঋণের মেয়াদ :**

১৫.১ **ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের জন্য -**

* স্থায়ী ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে ২ (দুই) বছরে ৬ (ছয়) মাস রেয়াতী সময় (গ্রেস পিরিয়ড) সহ সমান ১৮ (আঠার) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে ১০% হারে সুদ ধার্য করতে হবে।

১৫.৩ **ঋণ পরিশোধ তফশীল-**

ঋণ মঞ্জুরির পর উদ্যোক্তার ঋণ পরিশোধের সুবিধার্থে রি-পেমেন্ট সিডিউল প্রদান করতে হবে।

১৫.৪ **চলতি মূলধন নির্ণয়-**

ক) স্থানীয় কাঁচামাল এক শিফট ৮ ঘন্টা ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১ (এক) মাসের জন্য;

খ) আমদানীকৃত কাঁচামাল এক শিফট ৮ ঘন্টা ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের জন্য;

গ) তাছাড়া চলতি মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন চক্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

১৬। **ঋণের সুদের হার :**

১৬.১ স্থায়ী ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে ০৪ % সরল সুদ নির্ণয় করতে হবে (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির নিয়মাচার অনুযায়ী ১০% সুদ প্রযোজ্য হবে);

১৬.৩ রেয়াতী সময়ের সুদ সমানভাবে ভাগ করে কিস্তিসমূহের সাথে যোগ করে আদায় করতে হবে।

১৭। **গ্রুপভিত্তিক ঋণের মঞ্জুরি, বিতরণ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া :**

১৭.১ গ্রুপ/দল গঠন বিসিক কর্মকর্তার সম্মতিক্রমে করতে হবে;

১৭.২ গ্রুপের আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রুপের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা ঋণ আবেদন ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি (একক ঋণের ন্যায়) নিতে হবে;

১৭.৩ গ্রুপের সদস্যদের ঋণের বিপরীতে গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতি ও সম্পাদক-কে জামিনদার হতে হবে;

১৭.৪ প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রুপ/দলের সভা করতে হবে। প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি মাসের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে সভাপতি বিসিক কর্মকর্তার নিকট জমা করবেন।

১৭.৫ গ্রুপের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যগণ একে অন্যেক কাজের তদারকি করবেন এবং খবরাখবর রাখবেন। পরস্পরের গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন;

১৭.৬ কোষাধ্যক্ষ দল সভাপতির সঙ্গে ঋণ ও কিস্তির হিসাব পরিচালনা করবেন ।

১৮। **এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা :**

আলোচ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করা হবে বিধায় উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলে, এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া এসোসিয়েশনগুলোও ইচ্ছা করলে, তাদের সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে- যারা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী এবং যোগ্য, তাদের তালিকা বিসিকের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবে। এলক্ষ্যে এসোসিয়েশনগুলোতে একজন করে ফোকালপার্সন নিযুক্ত করা হবে-যিনি সময়ে সময়ে বিসিক জেলা কার্যালয়ের সাথে যোগযোগ করবেন, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের বিষয়টি ফলোআপ করবেন এবং প্রয়োজনে ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করবেন।

১৯। **ঋণ তহবিল পরিচালনা :**

১৯.১ "আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিশেষ অনুদান" শিরোনামে বিসিক প্রধান কার্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিন কোর্ট শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ) সহ হিসাব বিভাগের ২জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে একটি এসটিডি হিসাব খুলে ঋণ তহবিল সংরক্ষণ করবে। একইভাবে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/সহঃ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষক এর যৌথ স্বাক্ষরে উল্লিখিত শিরোনামে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে এসটিডি হিসাব খুলে তহবিল সংরক্ষণ করবে;

১৯.২ ঋণ মঞ্জুরি অনুযায়ী তহবিল স্থানান্তরের জন্য বিসিক জেলা কার্যালয় হতে পরিচালক (অর্থ) এর বরাবরে

রিকুইজিশন প্রদান করবে;

১৯.৩ রিকুইজিশন অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের ঋণ প্রশাসন বিভাগ হতে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক হিসাব বিভাগের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয়ের ব্যাংকে হিসাবে তহবিল প্রেরণ করা হবে। তহবিল প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন গ্রহন করতে হবে;

১৯.৪ বিসিক জেলা কার্যালয় ঋণ তহবিল বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে এসটিডি হিসাব খুলে তাতে সংরক্ষণ করবে। মঞ্জুরিকৃত ঋণ এসটিডি হিসাব হতে বিতরণের জন্য ক্রস/এসি পেয়ী চেক ইস্যু করতে হবে। আদায়কৃত ঋণ এসটিডি হিসাবে জমা করে পুনরায় নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিতরণ করতে হবে;

১৯.৫ কোন কার্যালয়/জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত ঋণ তহবিল প্রয়োজনে বিসিক প্রধান কার্যালয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্য জেলায় স্থানান্তর করতে পারবে;

১৯.৬ বিসিক জেলা কার্যালয় ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায়ের হিসাব যথাযথভাবে পার্টিভিত্তিক লেজারে সংরক্ষণ করবে এবং ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা বরাবর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পাক্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে;

১৯.৭ প্রধান কার্যালয় হতে বিসিক জেলা কার্যালয়ের হিসাবে টাকা স্থানান্তরের পর অর্থ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসময়ে বিতরণ করতে হবে;

১৯.৮ বিসিক প্রধান কার্যালয়ের ঋণ প্রশাসন বিভাগ এ ঋণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে।

২০। **ঋণ আদায় ও হিসাব সংরক্ষণ :**

করপোরেশনের সকল পাওনাসমূহ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নগদে পরিশোধ করা যাবে তবে চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধকৃত টাকা করপোরেশনের হিসাবে জমা হবার দিন হতে পরিশোধিত বলে গণ্য হবে। চেক/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে নগদায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

২০.১ বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যথাসময়ে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

২০.২ সকল কর্মকর্তাগণ বিশেষতঃ ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ঋণ আদায়ের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন;

২০.৩ উদ্যোক্তার নিকট হতে টাকা আদায় করে বিসিক জেলা কার্যালয় হতে ঋণ কর্মসূচির নির্ধারিত মানি রিসিট প্রদান করা, যাপ্রধান কার্যালয় হতে সরবরাহ করা হবে, তাৎক্ষনিকভাবে লোন লেজারে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে পোষ্টিং দিতে হবে;

২০.৪ কোন কারণে ঋণ খেলাপী হলে এবং এ ক্ষেত্রে আংশিক আদায়কৃত/পরিশোধকৃত টাকা আসল ও সুদ খাতে ৭০ : ৩০ হারে লেজারে সমন্বয় করতে হবে;

২০.৫ মামলাধীন শিল্প ইউনিটের খেলাপী ঋণ আংশিক আদায়ের ক্ষেত্রে ৭০ : ২০ : ১০ হারে লেজারে সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ ৭০% আসলে, ২০% সুদে এবং ১০% আইন খরচ খাতে জমা করতে হবে;

২০.৬ প্রদত্ত ঋণের মেয়াদান্তে বকেয়া ঋণের (যদি থাকে) টাকা আদায়ের জন্য ১ (এক) বছরের মধ্যে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান বিসিক অ্যাক্ট ও ঋণ সংক্রান্ত বিসিকের প্রচলিত প্রবিধি মোতাবেক ঋণাদায়ের জন্য প্রযোজ্য আইনগত (চূড়ান্ত ও ৩২ ধারা নোটিশ এবং ৩৩ ধারা মতে সার্টিফিকেট ইস্যু এবং ৩৪ ধারা মতে আরজি সহি ও মামলা দায়ের, অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের ও এন আই অ্যাক্ট (Negotiable Instrument Act-1908)) ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মামলা দায়েরের যাবতীয় খরচ প্রাথমিকভাবে বিসিক বহন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার লেজারে খরচের হিসাব যথারীতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তীতে উহা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করতে হবে;

২০.৭ প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে আদায়কৃত ঋণ আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে;

২০.৮ আদায়কৃত/পরিশোধকৃত টাকার মাসিক প্রতিবেদন, ব্যাংক বিবরণী আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৯ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায়ের বিষয়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি কপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঋণ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা

২য় অধ্যায়

(ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণের নিরাপত্তা বিধান ও ব্যবস্থাপনা)

২১। **ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

ঋণের আবেদন মূল্যায়ন- ঋণের আবেদন মূলায়নে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। তাঁকে পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী সতর্কতার সাথে বিচার বিশ্লেষণ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

ঋণের আবেদন অনুযায়ী সরেজমিনে তদন্ত করে মূল্যায়ন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীর প্রকৃত ঋণের চাহিদা নিরূপণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, আবেদনকারীর ঋণ গ্রহণের এবং ব্যবহারের যোগ্যতা, প্রকল্পের কার্যাবলী চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সর্বোপরি উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রাসংগিক সকল বিষয়াদি যাচাই-বাছাই। ঋণের আবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও দিক বিচার বিশ্লেষণের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হল, যা প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ব্যবহার্য।

২১.১ **প্রকল্পের সাধারণ দিকসমূহ-**

* প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা
* উদ্যোক্তার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানা

বর্তমান -
স্থায়ী -
টেলিফোন/মোবাইল নং -
ই-মেইল নং -
জাতীয় পরিচয়পত্র নং -

* জন্ম তারিখ ও বয়স -
* শিক্ষাগত যোগ্যতা -
* কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা -
* গৃহীত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) -
* বর্তমান পেশা -
* নিজস্ব বিনিয়োগ ক্ষমতা -
* মন্তব্য -

২১.২ **কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ-**

* প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
* উৎপাদিতব্য পণ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা
* প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া
* ভূমি ও অবস্থান
* ইমারত ও নির্মান
* যন্ত্রপাতি ও উপকরণ
* কাঁচামালের চাহিদা/প্রাপ্যতা
* জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা/সংখ্যা/ধরণ
* মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
* কারিগরী ব্যবস্থাপনা

২১.৩ **আর্থিক দিক ও সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ-**

* আয়ের পূর্বাভাস (পণ্য বিক্রয় মূল্য, উৎপাদন খরচ, মুনাফা নির্ণয় ও অন্যান্য হিসাব)
* নগদ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি
* ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ও বিক্রয়
* অভ্যন্তরীণ আয়ের হার (IRR)
* ডেবট সার্ভিস কভারেজ/ঋণ পরিশোধ সামর্থ্য
* কস্ট বেনিফিট রেশিও/আয় ব্যয়ের অনুপাত

* ফিক্সড এ্যাসেট কভারেজ/স্থায়ী সম্পদের সমর্থন

২১.৪ **উপযোগিতা বিশ্লেষণ-**

* পানি
* গ্যাস/বিদ্যুৎ
* পরিবহণ
* জ্বালানী এবং অন্যান্য

২১.৫ **বিপণন দিক বিশ্লেষণ-**

* চাহিদা বিশ্লেষণ
* বিদ্যমান উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবধান
* বিদ্যমান চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান
* প্রাকল্পিত সরবরাহের ব্যবধান
* কাঁচামালের মূল্য
* উৎপন্ন দ্রব্য বিপণন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা
* পণ্য মূল্য নির্ধারণ নীতি
* পণ্য বাজারজাতকরণ বা বিক্রয় ব্যবস্থা

২১.৬ **অর্থনৈতিক দিক বিশ্লেষণ-**

* জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যক্রমটির অগ্রাধিকার যোগ্যতা
* মোট জাতীয় উৎপাদনে অবদান
* কর্মসংস্থানের সুযোগ
* ভৌগোলিক বিস্তৃতি
* পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব
* সরকারি নীতি অনুযায়ী গুরুত্ব

২১.৭ **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা-**

* সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা
* সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে লেনদেন
* আর্থিক লেনদেন
* অন্যান্য ব্যাংক/অর্থলগ্নী সংস্থার নিকট হইতে দায় ও খেলাপীর (যদি থাকে) বিবরণ
* সম্পদের বিবরণ এবং দায় ও সম্পদের তুলনামূলক অবস্থা

২১.৮ **প্রস্তাবিত জামানত বিশ্লেষণ-**

* ঋণের বিপরীতে প্রদেয় জামানতের প্রকৃতি ও ধরণ
* গ্রহণযোগ্যতা, মূল্যায়ন ও উপাত্ত (মার্জিন)

২১.৯ **প্রকল্পের সার সংক্ষেপ-**

(প্রকল্প স্থাপনের পটভূমি, আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে

২১.১০ **বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষন ও মন্তব্য-**

* বিপণন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (বাণিজ্যিক দিক)
* কারিগরী সম্ভাব্যতা
* আর্থিক সম্ভাব্যতা
* অর্থনৈতিক দিক
* ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)
* জামানতের মূল্য নির্ধারণ

* পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ক বিবরণ
* সুপারিশ

২২। **ঋণের জামানত ব্যবস্থাপনা :**

ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে আবেদনকারীর কাছ থেকে হলফনামা এবং লিখিত চুক্তিনামা এমনভাবে গ্রহণ করবে যা যেকোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বা বিচারে করপোরেশনের স্বার্থ সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করবে, যা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে এবং যা হবে সময় উপযোগী ও করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষাকারী। লিখিত হলফনামা ব্যতীত আবেদনকারীর অনুকূলে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না। ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ নিম্নোক্তভাবে সম্পাদন করতে হবে।

২২.১ জামানতি সম্পত্তির চৌহদ্দি সনাক্তকরণসহ তাৎক্ষনিক মূল্য (Forcevalue) নির্ধারণপূর্বক তা বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়ন করতে হবে;

২২.২ মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তি জামিনদার রাখতে হবে;

এবং ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইকুইটেবল বন্ধক ডিড (আন রেজিস্ট্রার্ড) সম্পাদন করতে হবে;

এবং ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত রেজিস্ট্রি মর্টগেজ/বন্ধক ডিড সম্পাদন করতে হবে;

২২.৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ঋণ গ্রহীতার ওয়ারিশদের বিষয়ে ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করতে হবে।

২২.৪ মঞ্জুরিকৃত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার তদুর্ধ্ব ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বিপরীতে অন্যূন ১ : ১.২৫ হারে এবং ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১ : ১.৫ সহজামানত (Co-lleteral) নিস্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি জামানত বা রেজিস্ট্রি বন্ধক গ্রহণ করতে হবে। বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজার সর্বশেষ মূল্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন সনদ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৫ বন্ধকী সম্পত্তি অবশ্যই ঋণ গ্রহীতার নিজ খরচে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ করতে হবে। রেজিস্ট্রি মর্টগেজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনজীবীর মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। মর্টগেজকৃত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষেত্রে খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা বহন করবে;

২৫.৬ কারখানার জমি, ঘর, যন্ত্রপাতি ঋণের বিপরীতে ইকুইটেবল মর্টগেজ/বন্ধক, হাইপথিকেশন ডিড ও প্রযোজ্য অন্যান্য ডিড এর মাধ্যমে বন্ধক থাকবে। ঋণ গ্রহীতাকে কারখানায় বিসিকের নিকট দায়বদ্ধতার সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। এ বিষয়টি বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবশ্যই নিশ্চিত করবে;

২২.৭ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কার্টিজ পেপারে ডিমান্ড প্রমিজারি (ডিপি) নোট সম্পাদন ও হলফনামা গ্রহণ করতে হবে এবং ৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি (সরকারি চাকুরিজীবী অগ্রাধিকারপ্রাপ্য) জামিনদার রাখতে হবে এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল দলিল (ঋণ গ্রহীতা ও তার পরিবারের লোক/ জামিনদার) বিসিকের নিরাপত্তা হেফাজতে জমা রাখতে হবে, যা ঋণ পরিশোধান্তে ফেরতযোগ্য এবং অথবা সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদরের ক্ষেত্রে জামিনদারের হোল্ডিং এর স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে;

২২.৮ কারখানা ভাড়া করা ঘরে স্থাপিত হলে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবর্তনশীল) অন্যূন ২ (দুই) বছর মেয়াদি ভাড়ার চুক্তিনামা দাখিল করতে হবে;

২২.৯ উদ্যোক্তা সম্পর্কে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী বা এনজিও সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ নেই মর্মে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। অথবা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে লিখিত স্বীকারোক্তি নিতে হবে। খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে দ্বৈত ঋণ প্রদান করা যাবে না। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএমআরই করার জন্য অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ প্রথম ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে বিসিক এককভাবে দ্বিতীয় ঋণ প্রদান করতে পারবে;

২২.১০ বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ডকুমেন্টসমূহ (জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, ইকুইটেবল মর্টগেজ ডিড, হাইপোথিকেশন ডিড, ডি পি নোট, আন্ডারটেকিং সহ প্রযোজ্য অন্যান্য এগ্রিমেন্ট) নির্ধারিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) সম্পাদন করতে হবে;

২২.১১ সম্পত্তি জামানতের ক্ষেত্রে মৌজা ম্যাপ ও হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন করের রশিদসহ অন্যান্য যাবতীয় সঠিক কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে;

২২.১২ তাছাড়া সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সময় সময় জারিকৃত/পরিবর্তিত ঋণ জামানত সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

২২.১৩ যে আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হবে সে আবেদনকারীকে করপোরেশনের সাথে বন্ধকী চুক্তি সম্পাদন করতে হবে অথবা যে কোন চুক্তি যা ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হবে তা সম্পাদন করতে হবে;

২২.১৪ স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী করপোরেশনকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করবে যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি সকল দায় হতে মুক্ত;

২২.১৫ আবেদনকারীকে উপরিউল্লিখিত দলিল দস্তাবেজ ছাড়া করপোরেশনের চাহিদার প্রয়োজনে বিভিন্ন রশিদ বা দলিলাদি জমা দিতে হবে। করপোরেশন লেনদেন সুষ্ঠু করার প্রয়োজনে প্রত্যেক ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুনঃ বিবেচনা বা কোন সংযোজন,পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রয়োজন হলে তা সম্পাদন করবে;

২২.১৬ সকল দলিল দস্তাবেজ, চুক্তি ও ঋণ সংক্রান্ত যে কোন ডকুমেন্ট বিদ্যমান আইনের আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করতে হবে;

২২.১৭ ঋণ গ্রহীতাকে স্ট্যাম্প ডিউটিসহ সকল প্রকার ফি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ হলে সম্পাদিত দলিল অবমুক্তি/ফেরতের জন্য প্রযোজ্য যাবতীয় ব্যয় ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন;

২২.১৮ ঋণের জন্য প্রদত্ত জামানতি সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঋণ আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকবে। জামানতি সম্পত্তির দলিলপত্রাদি যথা- স্বত্ব-দলিল, খাজনার রসিদ, খতিয়ান ইত্যাদিও ঋণের দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব বিভিন্নরূপ হতে পারে। কিন্তু সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানা স্বত্বের দলিলপত্রাদি প্রায় একইরূপ হয়। সুতরাং বিসিকের মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের দলিলপত্রাদি অতি সতর্কতার সাথে পরীক্ষাপূর্বক যাচাই-বাছাই করবেন। বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানকে এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা স্বত্বের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের সম্পূর্ণই ঝুঁকিপূর্ণ ঋণে পরিণত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে সম্ভাব্য শিল্পখাতসমূহ

০১। সেবা শিল্পসমূহ :

১.১ তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইসিটিএস) ও কর্মকান্ড। যেমন- সিস্টেম এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি;

১.২ কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, যেমন- কৃষি পণ, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি;

১.৩ নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং

১.৪ বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১.৫ বিনোদন শিল্প

১.৬ জিনিং এন্ড বেলিং

১.৭ হাসপাতাল ও ক্লিনিক

১.৮ নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)

১.৯ পর্যটন ও সেবা

১.১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি

১.১১ বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরী

১.১২ ফটোগ্রাফি

১.১৩ টেলিকমিউনিকেশন

১.১৪ পরিবহন ও যোগাযোগ

১.১৫ ওয়্যারহাউজ

১.১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি

১.১৭ ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)

১.১৮ প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন

১.১৯ ট্যাংক টার্মিনাল

১.২০ চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল

১.২১ এভিয়েশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

১.২২ ইন্সপেকশন এন্ট টেস্টিং সার্ভিস

১.২৩ আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প

১.২৪ ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প

১.২৫ মডার্নাইজড্ ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং

১.২৬ অটো মোবাইল সার্ভিসিং

১.২৭ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস

১.২৮ বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ফ্যাশন)

১.২৯ মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন

১.৩২ চলচ্চিত্র শিল্প

১.৩৩ নিউজ পেপার শিল্প

০২। উচ্চ অগ্রাধিকার খাত :

২.১ কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প

২.২ তৈরি পোশাক শিল্প

২.৩ আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প

২.৪ ঔষধ শিল্প

২.৫ চামড়া ও চামড়াজাত পন্য শিল্প

২.৬ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

২.৭ পাট ও পাটজাত শিল্প

০৩। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ :

৩.১ প্লাস্টিক শিল্প

৩.২ বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৩.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প

৩.৪ পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

৩.৫ পর্যটন শিল্প

৩.৬ হিমায়িত মৎস্য শিল্প

৩.৭ হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প

৩.৮ নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)

৩.৯ একটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প

৩.১০ ভেষজ ঔষধ শিল্প

৩.১১ তেজক্রিয় রশ্মির (বিকিরন) প্রয়োগ শিল্প (যেমন- পচনশীল পলিমারের গুনগত মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)

৩.১২ পলিমার উৎপাদন শিল্প

৩.১৩ হাসপাতাল ও ক্লিনিক

৩.১৪ অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প

৩.১৫ হস্ত ও কারু শিল্প

৩.১৬ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন)/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন

৩.১৭ চা শিল্প , বীজ শিল্প, জুয়েলারি, খেলনা, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ, আগর শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প ও সিমেন্ট শিল্প

১.৩০ আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/জনবল সরবরাহ)

১.৩১ সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

৩.১৮ এগ্রো বেইজ শিল্পখাত

পৃষ্ঠা নং ১৬ এর ১২

সম্ভাবনাময় শিল্পের তালিকা

ঋণ আদায় বিষয়টি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভাল উদ্যোক্তা বাছাই এবং প্রকল্প চিহ্নিত করবার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ঋণ প্রদানের পূর্বে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা, কাঁচামাল প্রাপ্যতা, দক্ষ জনগোষ্ঠী, উপযোগ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উদ্যোক্তার সততা, অভিজ্ঞত, রপ্তানীর সুযোগ, আমদানী বিকল্প সুযোগ ও অন্যান্য আনুসাংগিক বিষয়াদি বিচার বিশ্লেষন করে ঋণ প্রদান করা হলে ফেরত পাওয়ার জন্য অনুকূল হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য সম্ভাবনাময় শিল্পের একটি তালিকা প্রদত্ত হল।

০১। খাদ্য ও খাদ্যজাত :

১.১ প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, ফ্রুট বেভারেজ, পাল্প তৈরী, সরবত, সিরাপ ইত্যাদি)

১.২ বিশেষায়িত হিমাগার (সংরক্ষনাগার) (আম, জাম, লিচু, টমেটো, পেয়ারা, কাঠাল, আনারস, শাক-সব্জি ইত্যাদি)

১.৩ ব্রেড/ডায়া ব্রেড এন্ড বিস্কুট, নুডুলস, চানাচুর, কেক, পিঠা তৈরী কারখানা।

১.৪ আলু প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন (চিপস, ফ্লেক্স, ইস্টারস ও অন্যান্য)

১.৫ অটো-ফ্লাওয়ার মিল/অটো রাইচ মিল (আটা, ময়দা, সুজি, চাউলের গুড়া তৈরী কারখানা)

১.৬ মসলা প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেটজাতকরণ কারখানা

১.৭ ডাক/বয়লার/লেয়ার ফার্মিং ও ডাক/পোলট্রি হ্যাচারী

১.৮ দুগ্ধ খামার, গরু মোটা তাজাকরণ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ

১.৯ মৎস্য হ্যাচারী

১.১০ ওয়েল মিল (ব্রান ওয়েল, সরিষা, সয়াবিন, সূর্য্যমুখী, কালজিরা, ফিস ওয়েল)

১.১১ পোলট্রি ফিড, এনিমেল ফিড তৈরী কারখানা

১.১২ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ(পাস্তুরিতকরণ, গুড়ো দুধ, আইসক্রীম, কনডেন্স মিল্ক,মিষ্টি, পনির, মাখন, চকলেট, দধি ইত্যাদি)

১.১৩ মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ/মৌমাছি পালন/মৌ কলোনী উৎপাদন

১.১৪ ফিস প্রসেসিং প্লান্ট

১.১৫ কৃষিভিত্তিক অন্যান্য শিল্প

১.১৬ দেশীয়/চায়নিজ খাবারের দোকান, পিঠা তৈরী কারখানা

০২। প্রকৌশল শিল্প :

২.১ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ

২.২ অটোমোবাইল স্পেয়ারস

২.৩ অটোমোবাইল রিপিয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং

২.৪ গাড়ীর চেসিস ও বডি তৈরী

২.৫ ঢালাই কারখানা

২.৬ বাই-সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং

২.৭ মটর সাইকেল, বাই-সাইকেল ও রিক্সা-ভ্যান এর যন্ত্রাংশ তৈরী

২.১০ এ্যালুমিনিয়াম কারখানা

২.১১ মেকানিক্যাল টয়

২.১২ ওয়ার নেইল ফ্যাক্টরী ও জি আই তার/এস এস তার ইত্যাদি তৈরী

২.১৩ নাট, বোল্ট ও স্ক্রু

২.১৪ থ্রেড স্পুলিং

২.১৫ অটোমোবাইল সার্ভিসিং

২.১৬ রি-রোলিং মিল

২.১৭ কৃষি যন্ত্রপাতি

২.১৮ ষ্ট্যাপল মেশিন

২.১৯ পাম্প মেশিন

২.১৮ এ্যালুমিনিয়াম রি-রোলিং

২.১৯ জিপার

২.২০ ষ্টিলের আসবাবপত্র

২.২১ হ্যাসবল ও ছিটকানি

২.২২ এস এস পাইপ

২.২৩ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প কারখানা

০৩। পাট ও পাটজাত শিল্প :

৩.১ জুট টোয়াইন এন্ড রোপ

৩.২ জুট প্রোডাক্টস (ব্যাগ, ম্যাট, সতরঞ্জি, কাপড়, কার্পেট, চট ও অন্যান্য)

০৪। বন ও বনজাত শিল্প :

৪.১ প্লাই উড

৪.২ উড প্রসেসিং

৪.৩ উড ট্রিটমেন্ট

৪.৪ উডেন ডোর এন্ড উইনডো

২.৮ ষ্টীল ফার্ণিচার

২.৯ এ্যালুমিনিয়াম ইউটেনসিল তৈরী কারখানা

৪.৫ লেকার ফার্ণিচার

পৃষ্ঠা নং ১৬ এর ১৩

০৫। বস্ত্র ও বস্ত্রজাত শিল্প :

৫.১ গার্মেন্টস একসোসরিজ

৫.২ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল

৫.৩ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং

৫.৪ নিট ফেব্রিক্স

৫.৫ রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস

৫.৬ স্পেশালাইজড কটন টেক্সটাইল

৫.৭ রেডিমেড গার্মেন্টস

৫.৮ কটন স্পিনিং মিল

০৬। রসায়ন ও ঔষধ শিল্প :

৬.১ হারবাল ঔষধ কারখানা/ফার্মাসিউটিক্যালস

৬.২ টেক্সটাইল ডিটারজেন্ট

৬.৩ মশার কয়েল

৬.৪ এ্যাডহেসিপ, গাম ও সুপার গ্লু

৬.৫ অ্যাকটিভেটেড কার্বন

৬.৬ সোডিয়াম সিলিকেট

৬.৭ সোডিয়াম সালফাইড

৬.৮ দস্তা সার কারখানা

৬.৯ প্লাষ্টিক গ্রানুয়ালস

৬.১০ গুটি ইউরিয়া সার

৬.১১ কাপড় কাঁচা সাবান

৬.১২ ড্রাইসেল

৬.১৪ পেইন্ট

৬.১৫ লুব ওয়েল

৬.১৬ সালফিউরিক এসিড তৈরী

৬.১৭ জৈব সার কারখানা

৬.১৮ আইকা গাম

৬.১৯ পিভিসি পাইপ

০৭। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প :

৭.১ ফিনিশড লেদার প্রোডাক্টস

৭.২ চামড়া ও চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

৭.৩ ফুট ওয়্যার ইন্ডাষ্ট্রিজ

৭.৪ লেদার গার্মেন্টস

০৮। প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং শিল্প :

৮.১ করোগেটেড কার্টুন

৮.২ অপসেট প্রিন্টিং প্রেস

০৯। ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স শিল্প :

৯.১ ইলেকট্রিক ক্যাবল

৯.২ কম্পিউটার সংযোজন

৯.৩ ফ্যান ক্যাপাসিটর

৯.৪ ইলেকট্রিক ষ্টাটার

৯.৫ টেলিভিশন/ফ্রিজ/এসি/মটর মেরামত কারখানা

৯.৬ ইলেকট্রিক এক্সেসোরিজ

৯.৭ ইলেকট্রিক বাল্ব/এনার্জি বাল্ব

৯.৮ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স অন্যান্য পণ্য তৈরী ও সংযোজন

১০। প্লাষ্টিক এন্ড রাবার শিল্প :

১০.১ রাবার প্রোডাক্টস (কনভেয়ার বেল্ট,হোস পাইপ,ষ্টীকার এবং মটর সাইকেল, টেম্পো, সাইকেল, রিক্সার টায়ার ও টিউব)

১০.২ টায়ার রিসোলিং

১০.৩ প্লাষ্টিক ফার্ণিচার

১০.৪ প্লাষ্টিক বোতল, বৈয়ম, টিফিন বক্স ও অন্যান্য পণ্য তৈরী

১০.৫ প্লাষ্টিক সীট তৈরী,প্লাষ্টিক ডোর, প্লাষ্টিক সেনিটারী ওয়্যার ও বাথরুম ফিটিংস

১০.৬ ওয়াটার পিওরিফায়ার

১০.৭ থার্মোফ্লাক্স

১০.৮ হটপট

১০.৯ প্লাষ্টিক সিলিং সীট

১০.১০ অন্যান্য প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরী শিল্প কারখানা

১১। গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প :

১১.১ ফ্লোর টাইলস(সিরামিক ও মার্বেল)

১১.২ মোজাইক পাথর

১১.৩ গ্লাস সীট, কাঁচের গ্লাস, জগ ও অন্যান্য পণ্য তৈরী

১১.৪ সিরামিকের তৈজসপত্র,সেনিটারী ওয়্যার

১২। বিবিধ :

১২.১ বিভিন্ন ধরণের ছাতা তৈরী

১২.২ মিনারেল ওয়াটার

১২.৩ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কাম-সার্ভিসিং সেন্টার

১২.৪ সার্জিক্যাল গজ ব্যান্ডেজ

১২.৫ চারকোল তৈরী

১২.৬ কয়ার ফোম তৈরী

১২.৭ বাথ রুম ফিটিংস/সেনিটারী ওয়্যার(ষ্টীল)

১২.৮ সোপিচ (গ্লাস, সিরামিক উডেন ও অন্যান্য)

১২.৯ বেবী ডায়াপার

১২.১০ স্যান্ড পেপার

উল্লিখিত শিল্প ছাড়াও স্থানীয় সম্ভাবনা ও সুযোগের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন যে কোন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ

সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও ঋণের আবেদন ফরম এবং ডকুমেন্টেশন দলিলাদির তালিকা

০১।	পরিশিষ্ট - 'ক'	উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০১
০২।	পরিশিষ্ট - 'খ'	ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ আবেদন পত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০২
০৩।	পরিশিষ্ট - 'গ'	কুটির শিল্প ঋণ আবেদনপত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৩
০৪।	পরিশিষ্ট - 'ঘ'	চেক লিস্ট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৪
০৫।	পরিশিষ্ট - 'ঙ'	ঋণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৫
০৬।	পরিশিষ্ট - 'চ'	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণ মঞ্জুরিপত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৬
০৭।	পরিশিষ্ট - 'ছ'	ডিমান্ড প্রমিজারি নোট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৭
০৮।	পরিশিষ্ট - 'জ'	হলফনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৮
০৯।	পরিশিষ্ট - 'ঝ'	জামিনদারের অঙ্গীকারনামা/সিউরিটি বন্ড	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৯
১০।	পরিশিষ্ট - 'ঞ'	জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নী	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১০
১১।	পরিশিষ্ট - 'ট'	ঋণ বিধিমালা ৮নং ধারার	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১১
১২।	পরিশিষ্ট - 'ঠ'	ইকুইটেবল মর্টগেজ চুক্তিনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১২
১৩।	পরিশিষ্ট - 'ড'	হাইপোথিকেশন চুক্তিনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৩
১৪।	পরিশিষ্ট - 'ণ'	ঋণ পরিশোধ তফশীল (ক্রেডিট কার্ড)	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৪
১৫।	পরিশিষ্ট - 'ত'	বিসিক অ্যাক্ট এর ৩২ ধারা মোতাবেক নোটিশ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৫
১৬।	পরিশিষ্ট - 'থ'	৩৩ ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৬
১৭।	পরিশিষ্ট - 'দ'	বিসিক অ্যাক্ট এর ৩৪ ধারা মোতাবেক মামলার আরজি (নমুনা)	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৭

বিঃ দ্রঃ ঋণের সুরক্ষার জন্য উপর্যুক্ত ফরম ছাড়া আইনগত প্রযোজ্যতা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে যে কোন চুক্তিপত্র সম্পাদন করা যেতে পারে বা বর্ণিত ফরমে শর্তযুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া রেজিস্ট্রি মর্টগেজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনজীবীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০।

ঋণ আবেদন পত্রের সাথে দাখিলযোগ্য সত্যায়িত কাগজপত্রের তালিকা (চেক লিস্ট)

০১।	ঋণের দরখাস্ত/আবেদন পত্র	- ২ কপি
০২।	দরখাস্তকারীর নাগরিকত্বের সনদপত্রের ফটোকপি	- ১ কপি
০৩।	পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সত্যায়িত)	- ২ কপি
০৪।	জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	- ১ কপি
০৫।	প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির দরপত্র (তিন জন সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রতিটি ১ কপি করে)	- ৩ টি দরপত্র
০৬।	কারখানা রেজিস্ট্রেশন/স্বীকৃতিপত্রের অনুলিপি	- ১ কপি
০৭।	ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- ১ কপি
০৮।	দালানের নকশা	- ১ কপি
০৯।	যন্ত্রপাতির লে-আউট প্লান (উভয় পক্ষের দস্তখত থাকতে হবে)	
১০।	০২(দুই) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তিপত্রের ফটোকপি (কারখানা ভাড়াকৃত হলে)	- ১ কপি
১১।	কারখানার জমির দলিলপত্রের (নিজস্ব জমি হলে) ফটোস্ট্যাট কপি	- ১ কপি
১২।	বায়োডাটা/উদ্যোক্তার জীবন বৃত্তান্ত	- ১ কপি
১৩।	অন্য কোথাও হতে ঋণ গ্রহণ করেনি এ মর্মে অংগীকারনামা	- ১ কপি
১৪।	বিদ্যমান শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রে গত ৩ বৎসরের লাভ-লোকসানের বার্ষিক বিবরণী	- ১ কপি
১৫।	বিদ্যমান যন্ত্রপাতির ক্যাশমেমো (পাওয়া না গেলে নিজস্ব প্যাডে বিবরণ ও মূল্যসহ ঘোষণা পত্র)	১ -কপি
১৬।	তফশিলি ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে	
১৭।	অংশীদারী দলিল বা মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশন (কোম্পানির বেলায়)	- ১ কপি

ঋণ মঞ্জুরির পর জামানতী দলিলাদি সম্পাদন করার সময়
উদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত মূল দলিলপত্রাদি পেশ করতে হবে।

০১। জমি/বাড়ির মূল দলিল ।
০২। খারিজী খতিয়ান, ডি,সি,আর খাজনার দাখিলা (হাল সনের)
০৩। জমি/বাড়ীর মূল্যায়ন সনদপত্র।
০৪। সি এস, আর, এস এবং এস,এ, বি,এস খতিয়ান।
০৫। ব্যক্তিগত জামিনের বেলায় জামিনদারের সম্পদ ও দায় বিবরণী
০৬। ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত দরপত্র।
০৭। বন্ধকী সম্পত্তির মৌজা ম্যাপের কপি।